

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

52875 - বতিরিরে নামায কী সালাতুল লাইল (রাতের নামায) থেকে আলাদা কী

প্রশ্ন

বতিরিরে নামায ও রাতের নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বতিরিরে নামাযও এক প্রকার রাতের নামায। তবে, তারপরেও রাতের নামাযের সাথে বতিরিরে নামাযের কী পার্থক্য রয়েছে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

বতিরিরে নামায একপ্রকার রাতের নামায, এটি আদায় করা সুন্নত এবং এটি রাতের নামাযের সর্বশেষ নামায। বতিরিরে নামায এক রাকাত; যা একরাকাত নামায দিয়ে রাতের নামাযের সমাপ্তি টানা হয়। এটি রাতের শেষাংশে কথিবা মধ্যরাতের কথিবা এশার পর রাতের প্রথমাংশে আদায় করা হয়। যত রাকাত ইচ্ছা রাতের নামায পড়ার পর এক রাকাত বতিরিরে নামায দিয়ে শেষ করা হয়। [সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া বনি বায (১১/৩০৯)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

সুন্নত হচ্ছে- কোন কথা কথিবা কাজের মাধ্যমে রাতের নামায থেকে বতিরিরে নামাযকে আলাদা করা। অনুরূপভাবে আলমেগণ হুকুম ও পদ্ধতির দিক থেকে এ দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করছেন:

কোন কথার মাধ্যমে এ দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার দলিল হচ্ছে- ইবনে উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, একলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসে করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ রাতের নামাযের পদ্ধতি কী? তিনি বললেন: দুই রাকাত, দুই রাকাত। যদি তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা কর, তাহলে এক রাকাত বতিরি পড়ে নাও। [সহিহ বুখারী, দেখুন: ফাতহুল বারী (৩/২০)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কোন কাজের মাধ্যমে এ দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার দলিল হচ্ছ- আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তেন; আর আমি বিছিনাতে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন বতিরিরে নামায পড়তে চাইতেন তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন; তখন আমিও বতিরিরে নামায পড়তাম। [সহিহ বুখারী, দেখুন: ফাতহুল বারী (২/৪৮৭), সহিহ মুসলিম (১/৫১) এর ভাষ্য হচ্ছ- “তিনি রাতের নামায পড়তে থাকতেন এবং আমি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। যখন বতিরি বাকী থাকত তখন তিনি আয়শোককে জাগিয়ে দিতেন এবং আমিও বতিরি নামায পড়তাম।” আরকেটি বর্ণনা (১/৫০৮) এর ভাষ্য হচ্ছ- “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরে রাকাত রাতের নামায আদায় করতেন। এর মধ্যে পাঁচ রাকাত হচ্ছ- বতিরিরে নামায। এ পাঁচ রাকাতের মধ্যে বসতেন না; শুধু শেষে রাকাতে বসতেন।” আয়শো (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় (১/৫১৩) এসেছে- যখন সাদ বনি হশাম বনি আমরে তাঁকে বললেন: আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বতিরিরে নামায সম্পর্কে অবহতি করুন। তখন তিনি বলেন: “তিনি নয় রাকাত বতিরি নামায পড়তেন। অষ্টম রাকাত গিয়ে তিনি বসতেন এবং যিকিরি আযকার পড়তেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন, দোয়া পড়তেন, এরপর সালাম না ফরিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। এরপর নবম রাকাত পড়তেন। অতঃপর যখন বসতেন তখন যিকিরি- আযকার পড়তেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন, দোয়া পড়তেন। এরপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফরিতেন।”

আলমেগণ কর্তৃক বতিরিরে নামায ও রাতের নামাযের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা: আলমেগণ বতিরিরে নামায ওয়াজবি কি, ওয়াজবি না— এ নিয়ে মতপার্থক্য করছেন। ইমাম আবু হানফির মতে, ওয়াজবি। এটি ইমাম আহমাদ থেকেও বর্ণিত আছে; যা ‘আল-ইনসার’ ও ‘আল-ফুরু’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আহমাদ বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বতিরিরে নামায ত্যাগ করে সে মন্দ লোক; তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা উচিত।

তবে, হাম্বলি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, বতিরিরে নামায সুন্নত। ইমাম মালিকে ও ইমাম শায়ফেও এই অভিমত।

পক্ষান্তরে, রাতের নামায নিয়ে এসব মতানৈক্য নাই। ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৩/২৭) এসেছে: রাতের নামায ওয়াজবি হওয়া মরম্বে অন্য কারো কথা নয়; কিছু তাবয়ীদরে উক্তি উল্লেখ করছি। ইবনে আব্দুল বারর বলেন: “কোন কোন তাবয়ী ছাগলরে দুধ দোহনরে মত সামান্য সময়ের জন্যে হলেও রাতের নামায পড়া ওয়াজবি হওয়া মরম্বে বরিল অভিমত ব্যক্ত করছেন। তবে, আলমেসমাজ রাতের নামাযকে মুস্তাহাব মনে করেন। [সমাপ্ত]

তবে, বতিরিরে নামায ও রাতের নামাযের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্যের ব্যাপারে আমাদের হাম্বলি মাযহাবের আলমেগণ স্পষ্টভাবে পার্থক্যের কথা বলেন: তারা বলেন: রাতের নামায হচ্ছ- দুই রাকাত, দুই রাকাত। তাঁরা বতিরিরে নামাযের ক্ষেত্রে বলেন: যদি কেউ পাঁচ রাকাত কথিবা সাত রাকাত বতিরি নামায পড়ে তাহলে শুধু শেষে রাকাতে বসবে। আর যদি নয়

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রাকাত বতিরি পড়ে তাহলে অষ্টম রাকাত শেষে বসবে, তাশাহুদ পড়বে, এরপর সালাম না ফরিয়িে দাঁড়িয়ে যাবে এবং নবম রাকাত পড়বে। তারপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফরিাবে। 'যাদুল মুসকাতনি' গ্রন্থাকার এ কথা বলছেন।[সমাপ্ত]

মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৩/২৬২-২৬৪)

এতে করে জানা গলে যে, বতিরিরে নামাযও রাতরে নামায। কন্তি, বতিরিরে নামাযরে সাথে রাতরে নামাযরে কিছু প্রার্থক্য আছে। যমেন- পদ্ধতগিত প্রার্থক্য।

আল্লাহই ভাল জাননে।